তারিখ .. 20 AUG 1993 ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক বাংলা

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

দেশে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের শিক্ষাবঞ্চিত গরীব শিশুদের স্কুলে আনার ব্যাপারে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অর্থবহ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। গরীব ঘরের শিশুদের স্কুলে ভর্তি না হওয়ার এবং ভর্তি হওয়া ছাত্রদের মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দেয়ার প্রধান কারণই আর্থিক। অনেকে আর্থিক অক্ষমতার দরুন এবং বাকিরা রুজি রোজগারের জন্যে স্কুলে ভর্তি হয় না; হলেও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এই আর্থিক সমস্যা অনেকখানি দূর করবে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতি মাসে যে গম পাবে, তা দিয়ে তাদের গোটা পরিবারই উপকৃত হবে। গরীব শিশুদের শিক্ষালাভ এবং দুস্থ পরিবারগুলিরসাহায্য—এই দুই উদ্দেশ্যই অর্জিত হবে এই গণকল্যাণমুখী কর্মসূচীর বদৌলতে।

আমাদের শিক্ষার হার বড়জোর পঁচিশ–ছাব্বিশ শতাংশ। শিক্ষাহারের এই স্বল্পতার আসল কারণ জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ গ্রামগঞ্জ ও বস্তির অধিবাসীদের শিক্ষা বঞ্চনা। আর্থিক অসংগতির ফলেই এই শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছা থাকলেও তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন না, চালিয়ে যেতে পারেন না তাদের লেখাপড়া। সামান্য বই, কাগজ কলম ও জামা–কাপড় কিনে দেয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই। ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে পয়সা খরচ হয়। পক্ষান্তরে, স্কুলে না গেলে তারা সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারে, অনেকে পারে কিছু টাকা–কড়ি রোজগার করতেও। কিছু সংখ্যক লোক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও অনীহার কারণেও ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান না। তবে আজকাল তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সংসারের দারিদ্র্য বিপুলসংখ্যক শিশু–কিশোরের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার মূল কারণ।

জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষিত জনশক্তি এবং সচেতন জনসাধারণ আবশ্যক। পরিবর্তন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি দরকার। শিক্ষাই সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলে অথচ এই শিক্ষাই এদেশে কম। শিক্ষা হার বাড়াবার কথা বড় গলায় বলা হলেও অতীতে শিক্ষা বঞ্চনার মূল কারণটি দূর করার তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই পোশাক এবং কোথাও কোথাও টিফিন দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দেয়ার দায়িত্বও নিয়েছেন সরকার। কিন্তু যে বাস্তব কাজটি করলে স্কুলে ভর্তির ও শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পথের সমস্যা দূর হয় সেই কাজটি করা হয়নি। গরীব শিশুদের আর্থিক সমস্যা সুরাহার কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। চলতি বছর এই খাতে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য এক লাখ টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষাকে এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দই সর্বোচ্চ।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর পূর্ণ সফলতার জন্য এই কর্মসূচীর সঠিক রূপায়ণ একান্ত জরুরী। শিক্ষার গম যাতে শুধু যোগ্য শিশু–কিশোররাই পায়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এদেশে এর অন্যথার নজিরের অভাব নেই। এখানে বিত্তবান কৃষকরা এমনকি মৃত ব্যক্তিও কৃষিঋণ পায়, রিলিফ পায় সচ্ছল এমনকি মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন লোকেরাও। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম নিয়ে এ ধরনের কোন কিছু যাতে না ঘটে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সফল হোক।